খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI

খবর সোজাসুজি

Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)
Editor - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol-1 ● Issue-22 ● Bardhaman ● 30 April, 2024 ● Rs. 2.00 (Four Pages) ● Publisher - Israil Mallick

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

খবর সোজাসুজি'র শারদীয় উৎসব সংখ্যা -২০২৪ এর জন্য লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।লেখা হতে হবে অবশ্যই মৌলিক ও অপ্রকাশিত।ইচ্ছুক ব্যক্তিরা লেখা পাঠান হোয়াটস অ্যাপে(৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮)টাইপ করে ৩১ মে'র মধ্যে। লেখা বিবেচিত হলে প্রকাশিত হবে।

এক নজরে

● জিও নেটওয়ার্ক দিন দিন কোমায় চলে যাচ্ছে। বাড়ছে রিচার্জের খরচ। কিন্তু পরিষেবা কোথায় ? নেটওয়ার্কের জন্য ডাটা ব্যবহার করাই যাচ্ছে না। হেলদোল নেই জিও কর্তৃপক্ষের। নির্বিকার ট্রাই।

● ''মমতা ব্যানার্জি চোর। তার মন্ত্রীসভা চোর। চাকরি চুরির আসল নায়ক হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী'', বাঁকুড়ার ধলডাঙায় বৃহস্পতিবার সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

● '' জিভ ছিঁড়বেন ? সেদিন আপনার চলে গিয়েছে। এবার মানুষ যা করার করবে। জুতো, লাঠি, ঝাঁটা দেখাচ্ছে আপনাদের নেতাদের। মমতা ব্যানার্জিকে শেষ জীবনে এটাও দেখতে হচ্ছে। আর ৪০ বছর রাজনীতি করার পর কেউ চোর বললে সেটা লজ্জার'', মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে নিশানা করে তীব্র কটাক্ষ করলেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ।

● ভোটের মুখে সবাই এখন রামকে আঁকড়ে বাঁচতে চাইছে। কে কত বড় হিন্দু প্রমাণ করতে ব্যস্ত সবাই। ধর্ম আর রাজনীতি মিলে মিশে একাকার। জয় শ্রী রাম ধ্বনি শুনলে যারা তেড়ে যেত তাদের মুখেই এখন জয় শ্রী রাম ! সবই মুখ আর মুখোশের রাজনীতি। কে যে কি চায় বোঝা বড় দায় !

● নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ২০১৬ সালের সমস্ত নিয়োগ বাতিল করল কলকাতা হাইকোর্ট। ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিল আদালত।

● ''পশ্চিমবঙ্গ বিজেপিতে এনআরসি চালু করা দরকার।সব অনুপ্রবেশকারী মালিক হয়েছে বিজেপিতে'', তৃণমূলে যোগ দিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিজেপি নেতা সন্তোষ রায়।

● টোটোর দৌরাত্ম্য রাস্তায় দিন দিন বাড়ছে। অনিয়ন্ত্রিত ভাবে রাস্তার পাশে সার দিয়ে টোটো দাঁড়িয়ে থাকার ফলে বাড়ছে যানজট। এছাড়াও নিজেরাই ইচ্ছে মতো বাড়িয়ে নিচ্ছে ভাড়া, অভিযোগ।

● দলবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার অভিযোগে বিনয় তামাং -কে দল থেকে ছ'বছরের জন্য বহিষ্কার করল কংগ্রেস।

● ''আমি যাই করি,তাই মিম হয়'', বলাগড়ে প্রচারে এসে মন্তব্য করলেন হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রচনা ব্যানার্জি।

● বছরে দু'কোটি বেকারের চাকরিও হয় নি,অ্যাকাউন্টে পনেরো লক্ষ টাকাও ঢোকে নি,সুইস ব্যাংকের কালো টাকা দেশে

(এরপর চারের পাতায়)

হাইকোর্টের রায়ে ভোটের মুখে চাকরিহারা ২৫৭৫৩

নিজস্ব সংবাদদাতা - নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ২০১৬ সালের সমস্ত নিয়োগ বাতিল করল কলকাতা হাইকোর্ট।২৫ হাজার ৭৫৩ জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিল আদালত। সোমবার ২২ এপ্রিল ঐতিহাসিক রায়ে গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি,নবম-দশম,একাদশ-দ্বাদশের ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিলের নির্দেশ দিল আদালত।শুধু নিয়োগ বাতিল নয়, বেআইনি ভাবে নিযুক্তদের চাকরি রক্ষায় অতিরিক্ত পদ তৈরির পিছনে রাজ্য সরকারের কে বা কারা ছিলেন,তা খতিয়ে দেখতেও সিবিআইকে নির্দেশ দিল আদালত।প্রয়োজনে তাদের হেফাজতে নিতে পারবে সিবিআই। অবৈধভাবে নিযুক্তদেরও প্রয়োজনে

হেফাজতে নিতে পারবে সিবিআই,রায়ে জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ। এছাড়াও অবৈধভাবে চাকরি প্রাপকদের(প্যানেলের মেয়াদ ফুরোনোর পরে যারা চাকরি পেয়েছেন,প্যানেলের বাইরে থেকে যারা চাকরি পেয়েছেন এবং সাদা খাতা জমা দিয়ে যারা চাকরি পেয়েছেন)চার সপ্তাহের মধ্যে ১২ শতাংশ বার্ষিক সুদ সহ ফেরত দিতে হবে এযাবৎকালের বেতন।অনাদায়ে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করবেন সংশ্লিষ্ট জেলা শাসক। নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত চালিয়ে যাবে সিবিআই।তিন মাসের মধ্যে জমা দিতে হবে তদন্ত রিপোর্ট। যাকে প্রয়োজন তাকেই হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে সিবিআই, নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। একই সঙ্গে লোকসভা নির্বাচন শেষ হওয়ার পনেরো দিনের মধ্যে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতেও এসএসসিকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এর জন্য ২৩ লক্ষ পরীক্ষার্থীর ওএমআর শীট পুনর্মূল্যায়ন করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সমস্ত ওএমআর শীট প্রকাশ

(এরপর তিনের পাতায়)

ভোটের মুখে হুগলিতে আবারও প্রকাশ্যে তৃণমূলের দলীয় কোন্দল ! চরম অস্বস্তিতে শাসকদল

নিজস্ব সংবাদদাতা - ভোটের মুখে হুগলিতে আবারও প্রকাশ্যে তৃণমূলের দলীয় কোন্দল।আবারও বিস্ফোরক বলাগড়ের তৃণমূল বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী। সম্প্রতি রচনা ব্যানার্জির সমর্থনে একতারপুরের বকুলতলায় দলীয় সভায় তাকে পুরো বক্তব্য বলতে না দেওয়ার অভিযোগ দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। বিজেপি প্রার্থীকে সুবিধা করে দিতেই তাকে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে সোস্যাল মিডিয়ায় তোপ দেগেছেন বলাগড়ের তৃণমূল বিধায়ক মনোরঞ্জন

ব্যাপারী। এমনকি বিজেপির কাছ থেকে টাকা নিয়ে কয়েকজন নেতা দলীয় প্রার্থীকে হারানোর চক্রান্ত করছেন বলেও বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন বলাগড়ের তৃণমূল বিধায়ক মনোরঞ্জন

(এরপর চারের পাতায়)

হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রচনা ব্যানার্জির সমর্থনে শনিবার পান্ডুয়ায় দেবের রোড শোয়ে জনজোয়ার।

হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী লকেট চ্যাটার্জীর সমর্থনে সোমবার ধনেখালির সভা থেকে তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

গলসিতে নির্বাচনী জনসভায় বিস্ফোরক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব সংবাদদাতা - বর্ধমান পূর্ব ও বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর সমর্থনে পূর্ব বর্ধমানের গলসিতে নির্বাচনী জনসভায় বিস্ফোরক তৃণমূল সুপ্রিমো ক্ষোভ উগরে দেন। সভার মঞ্চে মন্ত্রী, বিধায়ক সহ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন শাখা সংগঠনের সভাপতিরাও। মঙ্গলবার বীরভূমের সভা থেকে সরাসরি বর্ধমানের ভাতারে

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তার বক্তব্যে বার বার বিজেপির বিরুদ্ধে নির্বাচনী সভা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী

(এরপর তিনের পাতায়)

বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শর্মিলা সরকারের সমর্থনে শনিবার জামালপুরের নির্বাচনী জনসভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

খবর সোজাসুজি

Volume-1 ● Issue-22 ● 30 April, 2024

মাথারা এখনও অধরা কেন ?

নিয়োগ দুর্নীতিতে জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গ। বাজারে এখন একটাই আলোচনা - এই দুর্নীতির মাথা কারা ? যারা টাকার বিনিময়ে চাকরি কিনেছিল তাদের তো চাকরিও গেল,টাকাও গেল ! কিন্তু যারা ঐ চাকরি বিক্রি করে কোটিপতি হয়ে গেল তাদের কি হল ? তারা ধরা পড়বে তো ? এত বড় একটা সংগঠিত দুর্নীতি তো দু'চারজনের পক্ষে সম্ভব নয় ! পার্থ,মানিক,কুন্তল এরাই কি শেষ ? না আরও কেউ আছে ? এখন পশ্চিমবঙ্গ যেন একটা দুর্নীতির ওপেন মার্কেট।চাকরি কেনা বেচার খোলা বাজার।মেথার কোনো দাম নেই এখানে।যার টাকা আছে সাদা খাতা জমা দিয়েও সে চাকরি করছে।আর যার টাকা নেই, মেধা থাকলেও তার দাম নেই।যোগ্যতার প্রমাণ দেখানোর সুযোগের বড় অভাব।যারা টাকা দিয়ে চাকরি কিনেছে আর যারা টাকা নিয়েছে দু'পক্ষই সমান দোষী।ঘুষের ভাগের টাকা তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর কাছ পর্যন্ত গেছে না তার ওপরে আরও কেউ আছে তা প্রকাশ্যে আসা দরকার। সেই তথ্য তদন্ত করে দ্রুত বের করুক সিবিআই। দুর্নীতির মাথাদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে গ্রেফতার করুক সিবিআই।এই বিরাট পরিমাণ ঘুষের টাকার ভাগীদার কারা জানতে চায় বাংলার আপামর জনগণ।চাকরি হারাদের তো আর নতুন করে হারাবার কিছু নেই।মান সম্মান টাকা পয়সা সব তো গেল। এবার চাকরি চোরেদের নামগুলো প্রকাশ্যে এনে ঘুষের টাকা উদ্ধার করুন।সবই যখন গেল তখন আর পর্দার পিছনের খলনায়কদের বাঁচাতে যাবেন কেন ? মুখোশের আড়ালে কারা জানুক সবাই। যারা ঘুষ নিয়েছে আর যারা ঘুষ দিয়েছে তাদের শাস্তি হোক। যারা যোগ্য তাদের চাকরি বহাল থাকুক।দুর্নীতির মাথারা যেন ছাড় না পায়।দুর্নীতির মাথারা চাকরি বিক্রির পরিকল্পনা করে ঘুষের টাকার ভাগ নিয়ে পর্দার আড়ালে থেকে যাবে আর সত্যিই যারা যোগ্য তারা চাকরি হারিয়ে পথে বসবে এটা মেনে নেওয়া যায় না। সাদা খাতা জমা দিয়ে অযোগ্যরা চাকরি করছে আর যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীরা এগারোশো'রও বেশি দিন ধরে রাস্তায় বসে আছে,ভাবা যায় ! হাজার হাজার বেকার ছেলে মেয়ের কথা ভেবে স্কুল গুলোতে দ্রুত স্বচ্ছ ভাবে শুরু হোক নিয়োগ প্রক্রিয়া। স্কুল গুলোকে সচল রাখতে অবিলম্বে শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্ত শূন্য পদ পূরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক।

পাঠকের মতামত

খবর সোজাসুজি (১৫.০৪.২০২৪) অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে পাঠ করে সবিশেষ তৃপ্তি লাভ করলাম।
নির্বাচনী তাপ-উত্তাপ, লক্ষ্মীভান্ডার -নামক সরকারি জনপ্রিয় প্রকল্প, কোতোয়ালির মার্সিডিজ, সফদার হাশমির জন্মদিনের শ্রদ্ধার্ঘ্য যেমন গুরুত্ব লাভ করেছে, তেমনি প্যাডেল রিক্সাচালকের জীবন- জীবিকার করুণ দুর্দশা (টোটোর দাপটে)-র কথা তুলে ধরে ''খবর সোজাসুজি'' তার আপামর পাঠক তথা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সবিশেষ ধন্যবাদের পাত্র রূপে গণ্য হবে - সন্দেহ নাই।
শব্দদানব-সম্পাদকীয় সমাজ -সচেতনতার নির্মম কষাঘাত!
সরকারি বিধিনিষেধ ও মহামান্য আদালতের সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি কে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে একশ্রেণীর উশৃঙ্খল মানুষ(!) ঐ যন্ত্রদানবের সাথে যে পৈশাচিক উল্লাসে মাতোয়ারা হয়, যেভাবে সাধারণ মানুষের, অসুস্থ মানুষের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে - প্রশাসনের উচিত কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
ভাতৃপ্রতিম পার্থ পাল-এর সুচিন্তিত লেখনী এক ভয়ংকর ভয়াবহ বিপদের কথা যেভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে - তাতে একটা কথাই বলা যায় - আশু সাবধান ! জলের অপর নাম জীবন -- সেই জলই যদি ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য হতে শুরু করে তবে আগামী দিনে কী অস্তিত্বের সঙ্কটে পড়তে চলেছি আমরা, তা ভেবে শিউরে উঠবেন সকলেই - কারণ -- এই ঘনিয়ে আসা বিপদ আপনার আমার সকলেরই, কেউ রেহাই পাবে না।
সাহিত্য জগতের নক্ষত্র পতন- শ্রদ্ধেয়া হামিদা কাজীর অকাল প্রয়াণ আমাদের মর্মাহত করেছে। ওনার অমর আত্মার শান্তি কামনা করি।
পরিশেষে শ্রদ্ধেয় বিজন দাস মহাশয়ের ''রবি ঠাকুর বাজে'' অনবদ্য ছড়া মন কেড়ে নেয়।

সিদ্ধেশ্বর দত্ত, খানপুর,হুগলি

অলীক

সিদ্ধেশ্বর দত্ত

তীব্র দহন জ্বালায়
ঘুম হয়না বিষ্টু জ্যেঠুর !
ঘুম আসে আর পালায় !!
পেরিয়ে গেছে একটি করে
সাতটি দশক তাঁর
হার্টের ব্যামো,সুগার প্রেসার !
শরীর একাকার !!
বন্ধ পাখা লোডশেডিং-এ
জবজবে ঘাম ভিজে
জানলা দিয়ে বিকট আওয়াজ
কাঁপছে শরীর কি যে !!
আজকে পাড়ায় শনিপুজো
বাজছে 'ডি জে' তারই
পা মিলিয়ে উদ্দাম নাচ
বাচ্ছা-বুড়োর সারি !!
বেরিয়ে এসে সবার তরে
বলতে থাকেন কিছু
কেউ শোনে না তাঁর আবেদন
সচল আগু-পিছু !!
হঠাৎ বুকে মরণ যাতন
বন্ধ হলো চোখ !
বিদায় নিলেন বিষ্টু জ্যেঠু,
গেলেন পরলোক !!
কেউ নিলো না মৃত্যু এ দায়!
নিয়েছে কে কবে -
ফিসফিসিয়ে কইলো বা কেউ
' এমনটাই তো হবে !
ডিজে-ফিজে বাজে কথা
পড়ে শনির কোপে
ঠাকুর পুজোয় বাধাদানে
প্রাণ দিয়েছেন সঁপে !!'

ভোট দেবেন কোনখানে ?

পার্থ পাল

ধরে নিন, আজ ভোট উৎসবের দিন। আপনি প্রাপ্তবয়স্ক; সুতরাং একজন ভোটার। আপনার আছে ভোটশক্তি। নির্বাচন কমিশন থেকে আপনাকে একটি ভোটার স্লিপ দেওয়া হয়েছে। তাতে আপনার ভোটকেন্দ্রের নাম এবং পার্ট নম্বর, সিরিয়াল নম্বর লেখা আছে। সেই চারকোণা চিরকুট আর ভোটার কার্ডটি নিয়ে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ুন ভোট কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে। কি বললেন, আপনার ভোটার কার্ডটিকে খুঁজে পাচ্ছেন না! চিন্তার কোনো কারণ নেই। ওটির বিকল্প হিসাবে আধার কার্ড, রেশন কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স বা পাসপোর্টের যে কোন একটি নিলেই চলবে। মনে রাখবেন, এই পথটুকু যাওয়ার সময় কোন প্ররোচনায় প্রভাবিত হবেন না। ভেবে নেবেন আপনি একটি অতি জরুরী এবং দেশের কাজ করতে চলেছেন। ভোটকেন্দ্রে পৌঁছে জেনে নেবেন স্কুলবাড়ির কোন ঘরটিতে আপনার বুথ রয়েছে। দেখবেন, দরজার সামনে পুরুষ ও মহিলাদের দুটি আলাদা লাইন হয়েছে। আপনার উপযুক্ত লাইনের শেষে দাঁড়িয়ে পড়ুন। লাইন এগোতে থাকবে। এভাবেই একসময় আপনার সুযোগ আসবে। দেখবেন, দরজার ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন একজন কেন্দ্রীয় বাহিনীর পুলিশ। তাঁর কাছে আপনার চেনাজানা কেউটে-মস্তানরা কেঁচো। তাই নির্ভয়ে বুথে প্রবেশ করুন। বুথের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এজেন্টরা বসে থাকবেন। যাঁরা আপনার অতি পরিচিত জন। তাঁরাও আপনাকে চেনেন ভালোভাবে। আর থাকবেন চারজন ভোটকর্মী। এনারা প্রত্যেকেই সরকারি চাকুরে। একজন প্রিজাইডিং অফিসার সমগ্র ভোট প্রক্রিয়ার দায়িত্বে থাকবেন। বাকি তিনজনের প্রথমজন আপনার নাম ধরে জোরে ডাকবেন এবং আপনার ভোটার স্লিপ ও ভোটার কার্ডটি যাচাই করে দেখবেন। সেই পরীক্ষায় পাস করলে আপনি যাবেন দ্বিতীয় জনের কাছে। তিনি আপনার

বাম হাতের তর্জনীতে কালি লাগাবেন। তাঁর পাশেই রয়েছেন তৃতীয় জন। তিনি কন্ট্রোল ইউনিট নামের একটি ছোট যন্ত্রের সুইচে চাপ দেবেন। এবং আপনাকে ভোটদান কক্ষে যেতে বলবেন।

এবার ভোটার কার্ডটিকে সযত্নে পকেটে রেখে আপনি এগিয়ে যাবেন ভোটদান কক্ষের দিকে। একটি মোটা কাটুন কাগজকে দুবার ভাঁজ করে টেবিলের উপর খাড়া করে রাখা আছে। ওটিই ভোটদান কক্ষ। ওই কাগজের ঘেরাটোপে দুটি যন্ত্র রাখা আছে। একটিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীর নাম, প্রতীক চিহ্ন এবং সুইচ আছে। তাকে বলে Electronic voting machine বলে EVM । পাশের বাক্সটিকে বলে Voter varifiable paper audit trail বলে VVPATÐ আপনি EVM-এ যে চিহ্নের পাশে সুইচ টিপবেন এই যন্ত্রটির ছোট জানালায় সেই চিহ্নটিকে সাত সেকেন্ডের জন্য দেখা যাবে। এবং আপনি নিশ্চিন্ত হবেন যে, আপনার ভোটটি ঠিক জায়গাতেই পড়েছে। এইবার আপনি সম্পন্ন করতে চলেছেন সেই মহামূল্যবান, পবিত্র কর্মটিকে। ভাবছেন, কোন চিহ্নের পাশের বোতামটি টিপবেন? আসুন, এই ব্যাপারে আপনাকে একটু সাহায্য করি।

স্বাধীন ভারতবর্ষে প্রথম লোকসভা নির্বাচন হয়েছিল ১৯৫২ সালে। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এই নির্বাচন হয়। এবারেরটা ১৮-তম। ১৯ এপ্রিল থেকে পয়লা জুন পর্যন্ত ৪৪ দিন ধরে মোট সাত দফায় বিশ্বের সর্ববৃহৎ নির্বাচনের এই দীর্ঘ প্রক্রিয়া চলছে। ৫৪৩ টি আসনে কে কোথায় জিতলেন তা জানা যাবে ৪ জুন। আপনার আমার মতো মোট ৯৬ কোটি প্রাপ্তবয়স্ক ভারতবাসীর সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় নিয়ে তৈরি হবে নতুন সরকার। যে গণতান্ত্রিক সরকার পরবর্তী পাঁচ বছর আমাদের ভালো-মন্দ দেখবেন এবং দেশকে সেবা করবেন সামনে থেকে।

তাই সাবধান! ভোটের দিন বিনা পয়সায় মাংসের ঝোলের মোহে পড়ে ভুল কাজটি করবেন না। যে সরকার আমাদের বিভিন্ন লোভনীয় উপহার আর রকমারি অনুদান দিয়ে পারতপক্ষে ভিক্ষাজীবী সম্প্রদায়ে পরিণত করতে চাইবে , তাকে চাইবেন ; নাকি যে কাজের সুযোগ তৈরি করে দিয়ে আমাদের মাথা উঁচু করে বাঁচার পথ দেখাবেন তাকে চাইবেন? সে ভাবনাটা সচেতন নাগরিক হিসেবে আপনাকেই ভাবতে হবে। দুর্নীতির ফ্যাশন শো, ধর্মের বেসাতি, মিথ্যাচারের নির্লজ্জ প্রদর্শনী, স্বজনপোষণ , মূল্যবৃদ্ধি, বেকার সমস্যার মতো বিষয়গুলিকে মাথায় রাখুন। ভালো-মন্দ ভাবুন। বিখ্যাত দিদি ও দাদাদের ভুলে আপনার কেন্দ্রের প্রার্থী সম্পর্কে জানুন। আগামী পাঁচ বছর তাঁকে আপনার প্রয়োজনে পাশে পাবেন তো? এতকিছু ভাবার পরেই আপনার পছন্দের বোতামে চাপ দিন। ' পিঁ-ই-ই-ই-ই-ই...'

শুভেন্দুর নিশানায় অসীমা,পটল !

নিজস্ব সংবাদদাতা -- হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী লকেট চ্যাটার্জির সমর্থনে সোমবার ধনেখালিতে সভা করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এ দিনের সভা মঞ্চ থেকে নাম না করে ধনেখালির তৃণমূল বিধায়ক অসীমা পাত্রকে নিশানা করে তীব্র আক্রমণ করেন শুভেন্দু। অসীমাকে নিশানা করে শুভেন্দু বলেন, ''যিনি আগে খেতে পেতেন না, তিনি এখন পাখিদের আখরোট খাওয়ান।'' এরপরই ধনেখালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা ধনেখালি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সৌমেন ঘোষ ওরফে পটলকে রীতিমতো হুঁশিয়ারি দেন শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু বলেন,''চুরির টাকায় এলাকায় তৃণমূলের পতাকা

ঝুলিয়েছেন পটল। পটলাকে বলে যাই, তোমার থেকে বড় গুন্ডা ছিল কেষ্ট মণ্ডল। সে এখন তিহাড় জেলে। তোমার থেকে বড় গুন্ডা ছিল শেখ শাহজাহান। সে এখন তোমার দেখা নাই রে, তোমার দেখা নাই। এর পরেই পটল আর অসীমাকে নিশানা করে কার্যত হুঁশিয়ারি দেন শুভেন্দু। তিনি বলেন,'দু'জনকেই বলে যাই, ভদ্র ভাবে থাকবেন।' ধনেখালির মদনমোহনতলার এদিনের সভায় শুভেন্দু ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী লকেট চ্যাটার্জি, হুগলি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তুষার মজুমদার,হুগলি সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সম্পাদক সুরেশ সাউ, হুগলি লোকসভার কনভেনার সুবীর নাগ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

KHABOR SOJASUJI Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)

প্রচন্ড দাবদাহে মান্দড়া গ্রামে সাহিত্য সভায় প্রভূত সাড়া

নিজস্ব সংবাদদাতা - বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানার মান্দড়া গ্রামে প্রথমবারের সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হল রবিবার ২১ এপ্রিল।মান্দড়া দক্ষিণ পাড়া নেতাজী বাণী মন্দির ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সারাদিন ব্যাপী এই মহতী কবিতা পাঠের আসরে গরমের প্রচন্ড দাবদাহ সহ্য করেও বহু সংস্কৃতি প্রেমী মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সকল গ্রামবাসীদের পক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজনে ছিল ব্যাপকতা।ঐকান্তিক আপ্যায়নে ছিল আন্তরিকতা, যার পুরোধা ব্যক্তিত্ব হলেন আহ্বায়ক কবি রামপ্রসাদ মাঝি এবং একঝাঁক সঙ্গে ঘরোয়া আপ্যায়নে ঈশানি সেন। অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন শিক্ষক ক্ষেত্রনাথ নন্দী। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এতদ অঞ্চলের (দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলের) বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্যামসুন্দর সেন। এছাড়া মঞ্চাসীন গুণীজন হলেন সুভাষ বসু, দিলীপ সেন, হাজ্বী কুতুব উদ্দিন, প্রসেনজিৎ সরকার, আকবর আলি, উদয় রায়, প্রমুখ। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় মঞ্চাসীন গুণীজনদের হাত ধরে। ছোট খাটো দু-একটা ত্রুটি ধরা পড়লেও প্রথমবারের সাহিত্য সভা গরমের প্রচন্ড আবহেও যথেষ্ট সাড়া ফেলে ছিল, উপস্থিত প্রায় অর্ধশতাধিক কবি এবং ততোধিক সংস্কৃতি প্রেমী মানুষের উপস্থিতি সেই কথাই বলে। কার্যকরি সভাপতি উদয় রায়, আহ্বায়ক রামপ্রসাদ মাঝি এবং ঈশানি সেন সহ গ্রামবাসীদের উপস্থিতিতে কল্পনা রায়, সবিতা গোস্বামী, কৃষ্ণা গাঙ্গুলী,ইতু প্রামানিক, সন্ধ্যা কুন্ডু, অন্বেষা মাঝি, স্নিগ্ধা ঘোষ সরকার,বজলুর রহমান মন্ডল,সেখ মহম্মদুল হক, সেখ নাসিবুল আলি, মোমিনুল ইসলাম, সেখ মালেক জান, জিকরিয়া মন্ডল, তাপস ভূষণ সেনগুপ্ত, স্বপন কুমার মন্ডল, শৈল নন্দী, শ্যামা প্রসাদ চৌধুরী, সুফি রফিক উল ইসলাম, চৈত্র কুমার প্রামানিক, রথীন পার্থ মন্ডল, দুর্গাপদ রায়, ফজলুল হক, কিশোর ব্যানার্জী, বিকাশ যশ,তরুণ কান্তি রায়, শৈল কুমার ঘোষ, বলাই চ্যাটার্জী, শুভেন্দু ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান মঞ্চেপ্রতিভা সন্মাননা প্রদান করা হয় বেশ কয়েক জন গুণী ব্যক্তিত্বকে। শ্যাম সুন্দর সেন, হাজ্বী কুতুব উদ্দিন, প্রসেনজিৎ সরকার,কল্পনা রায়, সেখ মহম্মদুল হক, সেখ মালেক জান, আকবর আলি, সুফি রফিক উল ইসলাম প্রমুখ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সমগ্র অনুষ্ঠান টি সঞ্চালনায় ছিলেন বিশিষ্ট সঞ্চালক সেখ জাহাঙ্গীর।

চলে গেলেন ছড়াকার প্রদীপ মুখোপাধ্যায়

দীপঙ্কর বৈদ্য, বারুইপুর - সত্তরের দশকে যিনি সকলের নয়নের মণি হয়ে উঠেছিলেন, তিনি বিশিষ্ট ছড়াকার প্রদীপ মুখোপাধ্যায়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গনে বহু পরিচিত,

বহুদিনের কর্মী ২০ এপ্রিল রাত একটায় চুয়াত্তর বছর বয়সে হার্ট অ্যাটাকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রক্ষণশীল পরিবারে ১৯৫০ সালে তাঁর জন্ম হলেও মা ছিলেন উদার। তাঁরই স্নেহছায়ায় শ্রী মুখোপাধ্যায় বাম মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়েন। শ্রমজীবীদের নিয়েই তাঁর কাজকর্ম। বহু প্রতিবাদ সভায় যোগ দিয়েছেন। একসময় বোঝা গেল বামপন্থী বা ডানপন্থী তাঁর কাছে বড় ব্যাপার ছিল না। সাউথ গড়িয়ায় জন্ম,ক্রিয়া,কর্ম হলেও বারুইপুর তথা চব্বিশ পরগনার একজন পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন তিনি প্রদীপবাবু। তিনি সকলকে আগলে রাখতেন। ছড়া, গল্প, ফিচার,দেওয়াল লিখন, প্রুফ সংশোধন, প্রচ্ছদ অঙ্কন, পোস্টার লিখনে ছিলেন সিদ্ধ হস্ত। এই পর্যন্ত দুটো ছড়ার বই প্রকাশ করেছেন , 'দুই কারিগর' (১৯৮৫) ও 'তিন ফর্মা ছড়া' (২০০৩)। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা , 'তূণীর', 'মেদনমল্ল সংবাদ', 'নির্মাণ'। তিনি চম্পাহাটি লোকমেলা কমিটি ছাড়াও বহু সাহিত্য সংস্কৃতি কমিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অনেকে উদ্যোগ নিয়ে তাঁর বই প্রকাশ করতে চেয়ে, অনেকখানি এগিয়ে গিয়েও হাল ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি শেষ পর্যন্ত না করে দিয়েছেন। একটা অলসতা কাজ করত তার মধ্যে।তবে সব জিনিসের একটা পারফেকশনে পৌঁছাতে চাইতেন তিনি। তাঁর ছায়ায় বড় হয়েছেন অসংখ্য প্রতিষ্ঠিত ও অপ্রতিষ্ঠিত কবি, সাহিত্যিক, গবেষক, দেওয়াল লেখক। প্রতিষ্ঠান বিরোধী ছিলেন কিনা জানা নেই, তখনকার দিনে বি.কম. পাস, ব্যাঙ্কের চাকরি পেয়েও তিনি করেননি। খুবই কায়ক্লেশে দিন কাটাতেন। এমনকি বাড়ির রান্নাটাও তাঁকে করতে হত। তবু তিনি সকলের। কোনো পন্থী তাঁকে একান্ত নিজেদের বলে দাবি করতে পারবে না। সব পন্থীর ছেলেরা তাঁর ভাই, বন্ধু, আপনজন। এককথায় তিনি ছিলেন সাধারণে অসাধারণ। তিনি রেখে গেলেন স্ত্রী নন্দিতা মুখোপাধ্যায় ও একমাত্র সন্তান নিয়নশুভ্র মুখোপাধ্যায়কে। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে শোকস্তব্ধ গোটা এলাকা।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিশ্ব বসুন্ধরা দিবস পালন

নিজস্ব সংবাদ দাতা - ২২ এপ্রিল বিশ্ব বসুন্ধরা দিবস উপলক্ষে সুইচ অন ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় বাড়মংরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে plastic free wetlands & Biodiversity বিষয়ের উপর বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও Garbage collection কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বিদ্যালয় চত্বরে ছাত্র-ছাত্রীদের নামে আছে বিভিন্ন প্রজাতির দেশি ফুল ,ফল,ঔষধি গাছ। পরিবেশ বান্ধব এই বিদ্যালয় মানব ও প্রকৃতির এক অপরূপ মেলবন্ধন।বিদ্যালয়ে শিশুদের সাথে নির্ভয়ে সহাবস্থান করে বিভিন্ন পাখি।তারা গাছের ছায়ায় বাসা বাঁধে, নিজের ও ছোট ছানাদের খবর সংগ্রহ করে বিদ্যালয়ের আম,জাম,পেয়ারা, জামরুল, লেবু, সবেদা গাছ থেকে। তাই এদিন বসুন্ধরা দিবসে গাছে বার্তা ঝুলিয়ে দেওয়া হলো,ক্ষুদ্রএই ফল নয় তোমার ,আমার।এই ফল তোমার আমার পাখি কাঠবেড়ালি সবার।ক্ষুদ্রগ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহে ফুটিফাটা পুকুর,খাল বিল। দেখা দিয়েছে পাখিদের পানীয় জলের অভাব।যার ফলে পরিবেশে যত্র তত্র দেখা যাচ্ছে হিট স্ট্রোকে পাখির মৃত্যু।এই ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখে শিহরিত হয়ে শিশুরা বিদ্যালয়ের গাছে বেঁধে দিল জলের ভাঁড়।প্রতিজ্ঞা করলো বিদ্যালয়ে ছুটি থাকলেও প্রত্যহ সকালে বিদ্যালয়ে এসে গাছে বেঁধে দেওয়া ভাঁড়ে জল দিয়ে যাবে।বসুন্ধরা দিবসের এই সামগ্রিক কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করেছিল বিদ্যালয়ের বর্তমান এবং প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা।বিদ্যালয়ের শিশুদের এই কার্যক্রমে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজদূত সামন্ত শিশুদের এই পরিবেশ সচেতনতা ও উৎসাহে আপ্লুত ও আনন্দিত।ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশনের সভাপতি পরিবেশ বিজ্ঞানী ড. স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী ও সম্পাদক সুভ্রদীপ ঘোষ বিদ্যালয়ের শিশুদের নিয়ে এই কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

(প্রথম পাতার পর) হাইকোর্টের রায়ে ভোটের মুখে

করতে হবে এসএসসি'র ওয়েবসাইটে।এদিনের এই রায়ের ফলে প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের রায় গুলিকেই মান্যতা দিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ।যদিও কলকাতা হাইকোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেছে রাজ্য সরকার। চাকরিহারাদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি চাকরিহারা যোগ্যদের আইনি সহায়তা দিয়ে পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও।এদিনের এই ঐতিহাসিক রায়ের ফলে ভোটের মধ্যে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে বড়সড় ধাক্কা খেল রাজ্য সরকার,এ কথা বলাই বাহুল্য।

(প্রথম পাতার পর) বিস্ফোরক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার রাতে দুর্গাপুরে রাত্রি যাপন করে বুধবার সকালে তিনি আসেন গলসিতে। সেখানে ভোটের প্রচারে বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা আসনের দলীয় প্রার্থী কীর্তি আজাদ ও বর্ধমান পূর্ব আসনের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শর্মিলা সরকারের সমর্থনে জনসভায় যোগ দেন। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ,মলয় ঘটক,প্রদীপ মজুমদার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এদিন সভা মঞ্চ থেকে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির একাধিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। বিজেপি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ আনেন। একই সঙ্গে রাজ্যের একাধিক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, লক্ষ্মীর ভান্ডার সহ সুযোগ সুবিধার কথা তুলে ধরে দলীয় প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানান।এদিনের মঞ্চে মন্ত্রী তথা শিল্পী ইন্দ্রনীল সেনের গানের গলায় সাঁওতালি নৃত্যের তালে সঙ্গ দেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনলাইন সেন্টারে হানা দিয়ে বহু নকল ভোটার,আধার ও প্যান কার্ড উদ্ধার করল পুলিশ !

নিজস্ব সংবাদদাতা - এখন পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে উঠেছে অনলাইন সেন্টার। কোনটা বৈধ আর কোনটা অবৈধ সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা দায়।বেআইনি ভাবে অনেক সেন্টারেই চলছে ফেক আধার কার্ড,প্যান কার্ড তৈরির কাজ,অভিযোগ।ফলে হয়রানির শিকার হচ্ছে সাধারণ মানুষ।এমনই একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা সামনে এল নানুর থানা এলাকায়। সম্প্রতি নানুরের বিডিও ও নানুর থানার পুলিশ যৌথ অভিযান চালায় একটি অনলাইন সেন্টারে।আর তাতেই ধরা পড়লো ওই সেন্টারটি সম্পূর্ণরূপে অবৈধ। এমনকি নানুর থানার বড়া গ্রামের ঐ ফেক অনলাইন সেন্টারে অভিযানের ফলস্বরূপ প্রকাশ্যে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য।জানা গেছে বিভিন্ন ধরনের ভুয়ো সার্টিফিকেট এমনকি নকল ভোটার,আধার এবং প্যান কার্ডও তৈরি করে দেওয়া হচ্ছিল অবলীলায়। এমনকি বড়া-সাওতা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের শিল স্ট্যাম্প ও সই নকল করেও নথি তৈরি হচ্ছিল বলেও জানা গেছে।নানুরের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সন্দীপ সিংহরায় জানান,এক মহিলার ভোটার কার্ড সংক্রান্ত আবেদনের সঙ্গে দেওয়া নথি পরীক্ষা করতে গিয়ে বিষয়টি সামনে আসে।

এদিকে,ওই ফেক অনলাইন সেন্টারটির ট্রেড লাইসেন্স আছে অশোক কুমার কর্মকারের নামে, যদিও এই কাণ্ডের মূল মাথা তার ছেলে সৌম্যদীপ কর্মকার। ইতিমধ্যেই পুলিশ অশোক কুমার কর্মকারকে আটক করেছে বলে জানা গেছে। খোঁজ চালানো হচ্ছে মূল অভিযুক্তের।ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)

অধীরের দুর্গ কি এবারও দুর্ভেদ্য থাকবে !

নিজস্ব সংবাদদাতা - লোকসভা নির্বাচনে পরপর ছ'বার জিতে জয়ের ডবল হ্যাটট্রিক করার লক্ষ্য নিয়ে বুধবার বহরমপুরে জেলা প্রশাসনিক ভবনে গিয়ে মনোয়নপত্র জমা দিলেন বিদায়ী লোকসভার কংগ্রেস দলনেতা তথা

বহরমপুর কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরী। মনোনয়ন পত্র জমা দিতে যাওয়ার সময় অসংখ্য কংগ্রেস-বাম সমর্থক তাঁর সঙ্গে মিছিল করে জেলা প্রশাসনিক ভবন পর্যন্ত যান।

১৯৯৯ সালে অধীর চৌধুরী প্রথমবার কংগ্রেসের প্রতীকে বহরমপুর কেন্দ্র থেকে আরএসপি প্রার্থী প্রমথেশ মুখার্জিকে হারিয়ে জয়ী হন। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত অধীর চৌধুরীর জয়ের অশ্বমেধের ঘোড়া বহরমপুর কেন্দ্রে থামানো যায়নি।তবে এই প্রথমবার বামেদের সঙ্গে জোট করে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে লড়তে নেমেছেন অধীর চৌধুরী। বহরমপুর কেন্দ্র থেকে ইতিমধ্যে মনোনয়ন পত্র জমা করেছেন বিজেপি প্রার্থী ডাঃ নির্মল সাহা এবং তৃণমূলের ইউসুফ পাঠান।

তবে অনেকেই মনে করছেন এবারের লড়াই অধীর চৌধুরীর কাছে অন্য নির্বাচনগুলির তুলনায় অনেক কঠিন হতে চলেছে। গত বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭ টি বিধানসভা এলাকাতেই পিছিয়ে রয়েছে কংগ্রেস।অন্যদিকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলাতে এই প্রথমবার তৃণমূল কংগ্রেস কোনও সংখ্যালঘু মুখকে অধীর চৌধুরীর বিরুদ্ধে প্রার্থী করেছে। তাই অধীর নিজেও জানেন তাঁর এবারের লড়াই গত পাঁচবারের থেকে আলাদা। বিরোধী দলের রাজনীতিকরা ইতিমধ্যেই বলা শুরু করেছেন লড়াই কঠিন বুঝে নির্বাচনী ময়দানে মেজাজ হারাচ্ছেন অধীর চৌধুরী। ইতিমধ্যে কমপক্ষে দুদবার অধীরের বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের ধাক্কাধাক্কি করার অভিযোগ উঠেছে। সেই মামলাতে ইতিমধ্যে বহরমপুর থানার পুলিশ তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদও করেছে।গত সোমবার মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের বাম প্রার্থী মহম্মদ সেলিম যখন প্রশাসনিক ভবনে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে যান সেই সময় বাম-কংগ্রেস জোটের প্রতি নিজের আস্থা দেখানোর জন্য অধীর সিপিএমের উত্তরীয় পরে সেলিমের পাশে বহরমপুরের রাজপথ ধরে হেঁটেছিলেন। তবে বুধবার যখন অধীর চৌধুরী মনোনয়ন পত্র জমা করতে যান সেই সময় সেলিমকে তাঁর পাশে দেখা যায়নি। যদিও সিপিএম-এর পতাকা হাতে নিয়ে অসংখ্য বাম কর্মী-সমর্থক কংগ্রেস কর্মীদের সাথে মিছিলে হাঁটেন। তবে অধীরের মনোনয়ন পর্বে হাজির ছিলেন ডিওয়াইএফআই এর রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখার্জী।সাদা জামা, কালো প্যান্ট এবং মাথায় হ্যাটদ পরিহিত অধীর চৌধুরীকে দেখার জন্য রাস্তার দুপাশে এদিন অসংখ্য মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। জেলাশাসক রাজর্ষি মিত্রের হাতে মনোনয়নপত্র তুলে দেন অধীর চৌধুরী। অধীর বলেন, তএই শহরের প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে আমার আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। তাই আমি নিশ্চিত আবারও এই কেন্দ্র থেকে আমি জিতব। দ সেলিমের অনুপস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন ,দআমিই মহম্মদ সেলিমকে আসতে বারণ করেছি। নিজের প্রচারে থাকতে বলেছিলাম। বাম নেত্রী মীনাক্ষী আমার সঙ্গে ছিল। এই সব নিয়ে আলোচনার কোনও অর্থ হয় না। বাম এবং কংগ্রেস জোট করেই লড়ছে। তএক সময় বহরমপুরকে কংগ্রেসের দুর্গ বলা হত। পর পর পাঁচ বার এই লোকসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছেন লোকসভার কংগ্রেসের দলনেতা অধীর চৌধুরী। আর বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে শক্ত ঘাঁটি ছিল বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্র। গত লোকসভাতেও কঠিন লড়াইয়ের পড়ে বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্র অধীরকে জয় এনে দিয়েছিল। সে বার বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ৮৯ হাজার ৬১টি ভোট লিড পেয়েছিলেন অধীর। কিন্তু একুশের নির্বাচনের পর থেকে বহরমপুরে সমান্তরাল ভাবে উঠে আসে বিজেপি এবং তৃণমূল।একুশের বিধানসভা নির্বাচনে বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী হন বিজেপির সুব্রত মৈত্র। সে বার দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন তৃণমূলের প্রার্থী নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায়। আর অধীর চৌধুরীর দল কংগ্রেসের প্রার্থী মনোজ চক্রবর্তী ছিলেন তৃতীয় স্থানে। বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্রের আওতায় থাকা ত্রিস্তর পঞ্চায়েত বা পুরসভা নির্বাচনে তৃণমূল অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে।এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস কী তার বহরমপুরের পুরনো গড় উদ্ধার করতে পারবে, সেই প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে বহরমপুরের আনাচ কানাচে।বহরমপুর কোন দলকে লিড দেয় তা দেখার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে জুনের ৪ তারিখ পর্যন্ত।৪ জুনই বোঝা যাবে অধীরের দুর্গ দুর্ভেদ্য কিনা ?

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

খবর সোজাসুজি'র শারদীয় উৎসব সংখ্যা ২০২৪ এর জন্য লেখা আহবান করা হচ্ছে।আগ্রহী ব্যক্তিরা লেখা পাঠাবেন হোয়াটস অ্যাপে (৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮) টাইপ করে ৩১ মে'র মধ্যে। লেখা বিবেচিত হলে অবশ্যই প্রকাশিত হবে।যে সকল লেখক/লেখিকাদের লেখা বিবেচিত হবে তারা সকলেই সৌজন্য সংখ্যা (মুদ্রিত)পাবেন। কিন্তু নিজ দায়িত্বে পত্রিকার অফিস থেকে সৌজন্য সংখ্যা সংগ্রহ করে নিতে হবে। যারা অফিস থেকে নিতে পারবেন না তারা সৌজন্য সংখ্যা হিসেবে ই-বুক পাবেন। লেখা নির্বাচিত হলে সূচি পত্রে জানানো হবে। নির্বাচিত লেখক সূচি যথাসময়ে খবর সোজাসুজি পত্রিকার ফেসবুক পেজে প্রকাশ করা হবে। প্রি বুকিং এর প্রয়োজন নেই। কোনো টাকা পয়সার লেনদেন নেই। ইচ্ছুক ব্যক্তিরা পাঠাতে পারেন ছোট গল্প, কবিতা, রম্য রচনা, অনুগল্প,ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ এবং মুক্ত গদ্য। লেখার উপরে ক্যাটাগরি উল্লেখ করবেন। লেখা হতে হবে অবশ্যই মৌলিক ও অপ্রকাশিত। একজন লেখক/লেখিকা কেবল একটাই লেখা পাঠাবেন। আর লেখার সঙ্গে নিজের পুরো নাম ঠিকানা সহ ৩০ টি শব্দের মধ্যে আপনার নিজের সম্পর্কে অবশ্যই লিখে পাঠাবেন।

লেখা পাঠানোর রূপরেখা - কবিতা - ২৪ লাইনের মধ্যে, প্রবন্ধ - ১৫০০ শব্দের মধ্যে, ভ্রমণ কাহিনী - ১০০০ শব্দের মধ্যে, ছোটগল্প - ১০০০ শব্দের মধ্যে, অণুগল্প - ২৫০ শব্দের মধ্যে, মুক্তগদ্য - ২৫০ শব্দের মধ্যে, রম্য রচনা - ৩০০ শব্দের মধ্যে, লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ -- ৩১ মে, ২০২৪। সূচিপত্র প্রকাশের সম্ভাব্য তারিখ - ৩১ জুলাই,২০২৪।
লেখা পাঠাবেন হোয়াটস অ্যাপে টাইপ করে, খবর সোজাসুজি'র অফিসিয়াল হোয়াটস অ্যাপ নম্বরে -- ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
ইসরাইল মল্লিক , সম্পাদক -খবর সোজাসুজি। মথুরাপুর,জামালপুর,পূর্ব বর্ধমান। মোবাইল নং - ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮

ভোটের মুখে হুগলিতে আবার

(প্রথম পাতার পর)

ব্যাপারী।দলীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে ফেসবুকে তিনি লিখেছেন, ''আর সহ্য করা যাচ্ছে না। এত অবহেলা অসম্মান সত্যিই মানুষের পক্ষে সহ্য করা কঠিন। সকাল থেকে শরীর খুব খারাপ ছিল।বার বার পায়খানায় যেতে হচ্ছিল। আজ বলাগড় বিধান সভায় আমাদের প্রার্থী রচনা ব্যানার্জির প্রচারে আসবার কথা। না গেলে মানুষের কাছে একটা খারাপ বার্তা যেতে পারে। তা ছাড়া জেলা সভাপতি অরিন্দম গুইন ও প্রার্থীর এক নিজস্ব সহায়ক সেও ফোন করে আমাকে ডেকেছিল। তাই যেতে হলো। একতার পুরের বকুল তলায় জন গর্জন সভা ছিল। আমি সেখানেই পৌঁছে যাই। তখন সেখানে মঞ্চে এলাকার এক নেতা বক্তব্য রাখছিলেন। তারপর বক্তব্য রাখেন জেলার যুব সভাপতি। এর পরে আসে আমার বলার পালা। তখনো রচনা দিদি এসে পৌঁছায় নি। কিন্তু একী অবাক ব্যাপার! আমি তখন মাত্র মিনিট চারেক বলতে পেরেছি হঠাৎ এক নেতা এগিয়ে এসে আমাকে বলে ছোট করে বলে শেষ করুন। অনেকেই বলবে বলে বসে আছে। এলাকাটা ওপার বাংলা থেকে আগত রিফিউজি মানুষ অধ্যুষিত। আমিও সেই মানুষ। আমি বলছিলামও সিএএ নিয়ে। যেটা নিয়ে আমার বিস্তর পড়াশোনা। অন্য কেউ এখানে এই নিয়ে তেমন কিছু জানে বলে আমার জানা নেই। রিফিউজি জীবনের উপর কী ভয়াবহ বিপদ ঘনিয়ে আসছে মন দিয়ে শুনছিল সবাই । হঠাৎ সেই সময় আমাকে থামিয়ে দেওয়া, এর কী অর্থ ? অর্থ অতি সোজা। আমার পুরো বক্তব্য শোনার পর ওই রিফিউজি মানুষরা আর কেউ বিজেপিকে ভোট দেবে বলে মনে হয় না। আমাদের দলের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকা বিজেপির দালালদের সেটা মনঃপুত নয়। হয়তো এরা বিজেপির কাছে থেকে ভালো পরিমাণ দক্ষিনা পেয়ে বসে আছে। তাই ওদের প্রার্থী হেরে যায় সেটা করতে দিতে পারে না। তাই আমাকে পুরো বক্তব্য বলতে না দিয়ে মাঝ পথে থামিয়ে দিল।' বলাগড়ের বিধায়ক আরও লিখেছেন 'আজ এটা হলো এমন নয়। বার বার আমার সংগে এমনটাই করা হয়। যা নিয়ে আমি আগেও লিখেছি। অনেক হয়েছে আর নয়। আর ওদের সাথে এক মঞ্চে কোনদিন থাকবো না। কাল থেকে আবার আমার একলা চলা। আর একটা কথা, ওরা আমাকে যে বক্তব্য রাখতে দেয়নি কাল ওই একই জায়গায় আমি একলা মিটিং করে পুরোটা মানুষকে শোনাবো। এটা আমার একটা দায়বদ্ধতা উদ্বাস্তু রিফিউজি শরনার্থী মানুষেদের কাছে। দেখবো কাল কে আমাকে আটকাতে পারে!' এর আগেও বেশ কয়েকবার দলীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে সোস্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে দলীয় নেতৃত্বকে বিড়ম্বনায় ফেলেছিলেন বলাগড়ের বিধায়ক। আবারও ভোটের মুখে দলীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে সোস্যাল মিডিয়ায় তৃণমূল বিধায়কের এই রকম পোস্টে রীতিমতো অস্বস্তিতে শাসকদল।

এক নজরে

দাবদাহের কারণে রাজ্যের সরকারি স্কুল গুলিতে ২২ এপ্রিল থেকে পড়ল গরমের ছুটি।

● ধনেখালিতে রাম নবমী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা।হিন্দু জাগরণ মঞ্চের ব্যবস্থাপনায় রাম নবমী উপলক্ষে ধনেখালির কানানদী থেকে মদনমোহনতলা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা।উপস্থিত ছিলেন হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী লকেট চ্যাটার্জি, হুগলি সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি তুষার মজুমদার, হুগলি সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সম্পাদক সুরেশ সাউ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

(প্রথম পাতার পর)

ফিরেও আসে নি।আগের ওয়ারেন্টি ফেল, তাই কি এবার মোদির গ্যারান্টি !

● প্রচারে বেরিয়ে আদিবাসী ঘরে ভাত খেয়ে কি বার্তা দিতে চাইছেন ভোট পাখিরা ? ভোটে জেতার পর এই সব আদিবাসী পরিবারের কথা আদৌ মনে থাকবে তো,উঠছে প্রশ্ন।

● উঠে গেল স্বাস্থ্য বীমার বয়স সীমা। এখন থেকে সব বয়সের মানুষ স্বাস্থ্য বীমা করাতে পারবেন। ১ এপ্রিল থেকেই কার্যকর হয়েছে নয়া নিয়ম।

● 'যারা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করছে, মোদী আর মমতা, মানুষ তাদের আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেবেক্ষু, বিস্ফোরক মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী মহম্মদ সেলিম।

● লোকসভা ভোটে বাংলায় বিশেষ কিছু হেরফের হবে না বলেই অনেকের অভিমত।সামগ্রিক যা পরিস্থিতি, সম্ভবত উনেশেরই পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে চব্বিশে।তবে বামের ভোট বামে ফিরলে তৃণমূলের প্লাস।আর বামের ভোট রামে গেলে তৃণমূলের সর্বনাশ ! উল্টে পাল্টে যেতে পারে বেশ কয়েকটি লোকসভা কেন্দ্রের ফলাফল।

● ''রাম বিজেপির পৈতৃক সম্পত্তি নয়'', রাম নবমীর মিছিল থেকে বার্তা দিলেন ধনেখালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সৌমেন ঘোষ।

● এগিয়ে এল গরমের ছুটি ! তীব্র

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com